[২০১৯] ২ এস.সি.আর. ৮৪৪

দিগম্বর বৈষ্ণব এবং আরেকজন

বনাম

ছত্তিশগড় রাজ্য

২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৪২৮-৪৩০

মার্চ ০৫,২০১৯

[এ. কে. সিক্রি, এস. আব্দুল নাজির এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিগণ]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০:

ধারা ৩০২/৩৪ এবং ৩৯৪/৩৪ – খুন এবং ডাকাতি – রাষ্ট্রপক্ষের জন্য– পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে – রাষ্ট্রপক্ষ শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য; সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে উদ্ধার; আঙ্গুলের ছাপের রিপোর্ট; এফএসএল রিপোর্ট; ডাকাতির উদ্দেশ্য এবং একসাথে শেষ দেখার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে – নিম্ন আদালত অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয় – আপিলে, স্থির করেঃ মামলার ঘটনায়, রাষ্ট্রপক্ষের মামলা যে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, তার উপর নির্ভর করা যায় না – অপরাধের রিপোর্ট করতে অকারণ বিলম্ব হয়েছিল – রাষ্ট্রপক্ষ সর্বোত্তম প্রমাণ গোপন করেছে – মামলার পরিস্থিতিতে, এটি অনুমান করা যায় না যে আপিলকারীরা অপরাধ করেছে।

ফৌজদারি আইনশাস্ত্র:

প্রমাণের ভার – স্থির করেঃ প্রমাণের ভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপক্ষের উপর ন্যস্ত – সাধারণ ভার কখনই স্থানান্তরিত হয় না – প্রবল সন্দেহ, জোরালো সমাপতন এবং গুরুতর সন্দেহ আইনি প্রমাণের স্থান নিতে পারে না – অনুমান এবং জল্পনা বা সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো দোষী সাব্যস্ত করা যায় না – সাক্ষ্য।

ফৌজদারি বিচার প্রশাসন – ফৌজদারি মামলায়, যদি দুটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থাকে: একটি অভিযুক্তের দোষ এবং অন্যটি নির্দোষতার দিকে ইঙ্গিত করে, তবে অভিযুক্তের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত – পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর ভিত্তি করে মামলাগুলির ক্ষেত্রে এই নীতির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

সাক্ষী:

শিশু সাক্ষী – বিশ্বাসযোগ্যতা – সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা – স্থির করেঃ আদালত বিচক্ষণতা হিসাবে শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমর্থন চায় – এমন কোনো প্রথাগত নিয়ম নেই যে প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থন করতে হবে – সাক্ষ্য আইনের ১১৮

ধারা শিশু সাক্ষী সহ সাক্ষীর যোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করে – শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়ন করার সময় একমাত্র সতর্কতা হল সাক্ষী নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২:

ধারা ২৭ – পরিধি – স্থির করেঃ ২৭ ধারার অধীনে প্রতিটি তথ্যের আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য নয়, কেবল প্রাসঙ্গিক তথ্যের আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য।

সাক্ষ্য:

পারিপার্শ্বিক প্রমাণ – শেষ দেখা তত্ত্ব – নির্ভরতা – স্থির করেঃ একসাথে শেষ দেখার পরিস্থিতি একা অভিযুক্তকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি তৈরি করতে পারে না – শেষ দেখা বিষয়টিকে একটি দোষী সাব্যস্তকারী পরিস্থিতি হিসাবে গঠন করতে, দেখার সময় এবং মৃতদেহ উদ্ধারের সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য থাকতে হবে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করে: ১. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে একটি হল নিঃসন্দেহে প্রমাণের বোঝা পুরোপুরি রাষ্ট্রপক্ষের উপর নির্ভর করে এবং সাধারণ বোঝা কখনই পরিবর্তিত হয় না। অনুমান, অনুমান বা সন্দেহের ভিত্তিতে কোনও প্রত্যয় হতে পারে না, তা যতই গুরুতর হোক না কেন। দৃঢ় সন্দেহ, দৃঢ় কাকতালীয় ঘটনা এবং গুরুতর সন্দেহ আইনি প্রমাণের স্থান নিতে পারে না। খুব দৃঢ় সন্দেহ এবং অভিযুক্তকে প্ররোচিত করার জন্য অত্যন্ত সন্দেহজনক কারণগুলির অস্তিত্ব উল্লেখ করে রাষ্ট্রপক্ষের দায়িত্বকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না বা প্রতিরক্ষার মিথ্যা প্রমাণের স্থান নিতে পারে না যা রাষ্ট্রপক্ষকে সফল হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যদিও প্রতিরক্ষা দ্বারা একটি মিথ্যা আবেদন সর্বোপরি, একটি অতিরিক্ত পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচিত হবে, যদি অন্যান্য পরিস্থিতি অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে।

জহরলাল দাস বনাম উড়িষ্যা রাজ্য (১৯৯১) ৩ এস. সি. সি ২৭: [১৯৯১] ২ এস. সি. আর ২৯৮; ভার্কি জোসেফ বনাম কেরালা রাজ্য ১৯৯৩ সম্পূরক (৩) এস. সি. সি ৭৪৫: [১৯৯৩] ৩ এস. সি. আর ৩৯০; সুজিত বিশ্বাস বনাম আসাম রাজ্য (২০১৩) ১২ এস. সি. সি ৪০৬:। ২০১৩] ৩ এস. সি. আর ৮৩০-

নির্ভরশীল।

২. এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে ফৌজদারি মামলায়, যদি মামলায় উপস্থাপিত প্রমাণের উপর দুটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, একটি অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করে এবং অন্যটি তার নির্দোষতা প্রমাণ করে,

তবে অভিযুক্তের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। এই নীতি সেই মামলাগুলিতে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক যেখানে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের মাধ্যমে অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।।

কালীরাম বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৮০৮: [১৯৭৪] ১ এস. সি. আর ৭২২-এর উপর নির্ভরশীল।

৩.১. সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারা ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওয়ার সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে যার মধ্যে একজন শিশু সাক্ষীও অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর সি. এল-এর প্রমাণ নির্ভর করতে পারে। অনুশীলনের কোনও নিয়ম নেই যে প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও শিশু সাক্ষীর প্রমাণকে দোষী সাব্যস্ত করার অনুমতি দেওয়ার আগে অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে তবে বিচক্ষণতা হিসাবে আদালত সর্বদা রেকর্ডে রাখা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে এই জাতীয় প্রমাণের সমর্থন চাওয়া পছন্দসই বলে মনে করে। শিশু সাক্ষীর প্রমাণ মূল্যায়ন করার সময় আদালতকে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তাহলে সাক্ষীকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

৩.২ একজন শিশু সাক্ষীর প্রমাণ অবশ্যই সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে কারণ অন্যরা তাকে যা বলে তাতে শিশুটি প্রভাবিত হতে পারে এবং সে শিক্ষাদানের সহজ শিকার। অতএব, একটি শিশু সাক্ষীর প্রমাণের উপর নির্ভর করার আগে পর্যাপ্ত প্রমাণ খুঁজে বের করতে হবে। এটি আইনের চেয়ে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার নিয়ম বেশি।

৩.৩. পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯ বছর। তাঁর প্রমাণ অসঙ্গতিতে ভরা। অন্য কোনও সাক্ষী আবেদনকারীদের চিহ্নিত করেননি। অতএব, পিডব্লিউ-৮ এর সাক্ষ্যের উপর প্রচুর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল। তিনি প্রথমবার ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ করার সময় আবেদনকারীদের সম্পর্কে পিডব্লিউ-১-কে বলেননি। এটি অজানা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর থেকে প্রতিফলিত হয়। পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্য পিডব্লিউ ১,৩ এবং ১০-এর সাথে সাংঘর্ষিক। এই পরিস্থিতিতে পিডব্লিউ-৮-এর ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের অসমর্থিত সনাক্তকরণের উপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ।

৩.৪ পিডব্লিউ-৮ পিডব্লিউ-১-এর কাছে আবেদনকারীদের পরিচয় প্রকাশ করেনি। এই কারণেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তার প্রমাণের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে এই বিষয়টি ছাড়াও যে সেদিন বাড়িতে উপস্থিত অন্যান্য শিশুদের পরীক্ষা করা হয়নি। পিডব্লিউ-৮ যখন মৃত এবং আবেদনকারীদের ১৬.১২.২০১২-এ একসঙ্গে দেখেছিল এবং যখন মৃত ব্যক্তিকে ১৭.১২.২০১২-এ পাওয়া গিয়েছিল তখন থেকে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীরা যে অপরাধ করেছিল তা অনুমান করা কঠিন।

পাঞ্চি এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (১৯৯৮) ৭ এসসিসি ১৭৭ : [১৯৯৮] ১ সম্পূরক এসসিআর ৪০; উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম অশোক দীক্ষিত এবং অন্য (২০০০) ৩ এসসিসি ৭০ : [২০০০] ১ এসসিআর ৮৫৫; রাজস্থান রাজ্য বনাম ওম প্রকাশ (২০০২) ৫ এসসিসি ৭৪৫ : [২০০২] ৩ এসসিআর ৭৫৩; আলাগুপান্ডি ওরফে আলাগুপান্ডিয়ান বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০১২) ১০ এসসিসি ৪৫১ : [২০১২] ৪ এসসিআর ৩৪২ – নির্ভর করা হয়েছে।

৪. অপরাধের রিপোর্ট করতে একটি অব্যক্ত বিলম্ব হয়েছিল। পিডব্লিউ-৮ তার জবানবন্দিতে বলেছে যে যখন সে সকালে ঘুম থেকে ওঠে, তখন তার ঘরটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। যখন সে ভিতর থেকে 'এ' বলে চিৎকার করে, তখন দরজা খুলে যায়। এই সংস্করণটি পিডব্লিউ-১০ দ্বারা আরও নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও, 'এ' সকাল ৩ টার দিকে দরজা খুলেছিল, এটি অস্পষ্ট যে কেন পিডব্লিউ-৮ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত কাউকে অবহিত করেনি এবং পিডব্লিউ-১০ দ্বারাও এটি অবহিত করা হয়েছিল, যদিও পুলিশ স্টেশনটি প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে ছিল। এটি পিডব্লিউ-৮ এর বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করে।

৫.১ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ২৭ নং ধারার অধীনে, প্রতিটি তথ্যের আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য নয়, তবে প্রাসঙ্গিক তথ্যের আবিষ্কারই কেবল গ্রহণযোগ্য। প্রাসঙ্গিকতা অপরাধের সাথে আবিষ্কৃত তথ্যের মধ্যে সংযোগ বা যোগসূত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি হিসাবে মোটরসাইকেলের পুনরুদ্ধারের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়। আবেদনকারী নং ১-এর অনুরোধে উদ্ধার করা মোটরসাইকেলটি তার বলে প্রমাণ করার মতো কোনও নথি নেই। পিডব্লিউ-১৩, আইও, তার জেরায় স্বীকার করেছেন যে তিনি জানেন না যে আবেদনকারী নং ১ মোটরসাইকেলের মালিক কিনা। তিনি আরও স্বীকার করেন যে গাড়ির মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তাঁর দ্বারা কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি।

৫.২ পিডব্লিউ-২ মোটর সাইকেলটি বাজেয়াপ্ত করার সাক্ষী ছিল। তার মতে, মোটর সাইকেলটি লাল রঙের ছিল। তবে, বাজেয়াপ্ত মেমো অনুসারে, উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলটি কালো রঙের ছিল। এটি মোটর সাইকেলটির পুনরুদ্ধারকে অবিশ্বস্ত করে তোলে। পিডব্লিউ ৪ এবং ৫-এর সাক্ষ্যও অবিশ্বস্ত কারণ এটি পিডব্লিউ-১০-এর সাথে সাংঘর্ষিক। পিডব্লিউ ১০ মোটর সাইকেল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করে না। পিডব্লিউ ৪ এবং ৫ একে অপরের বিরোধিতা করে। এটি বলা প্রাসঙ্গিক যে পুলিশ দুই মাসেরও বেশি বিলম্বের পরে পিডব্লিউ ৪ এবং ৫-এর বিবৃতি রেকর্ড করেছে।

৫.৩ আবেদনকারীদের অনুরোধে উদ্ধার করা রুপো-পট্টি মৃতদের একজনের বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে, কোনও সাক্ষী রুপো-পট্টিটি মৃতদের কারোরই বলে সনাক্ত করে না। পিডব্লিউ-২ বলেছে যে "যে ধরনের প্যান্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল" তা সহজেই বাজারে পাওয়া যায়। অতএব, বাজেয়াপ্ত করা প্যান্টের কোনও সনাক্তকরণের অভাবে, তার পুনরুদ্ধারের উপর কোনও নির্ভরতা রাখা যাবে না। পিডব্লিউ-২-এর প্রমাণ, যিনি বাজেয়াপ্ত মেমো-র সাক্ষী, রেকর্ড করা মেমো-র বিপরীত।

৫.৪ মৃত ব্যক্তির কাছে নগদ টাকা ফেরত পাওয়া যায়নি কারণ যে বাক্স থেকে জিনিসপত্র চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তা উদ্ধার করা হয়নি বা কোনও সাক্ষী দেখেনি। এমনকি এফআইআরেও কোনও জিনিসপত্র বা অর্থ চুরি বা হারিয়ে যাওয়ার কোনও প্রমাণ নেই। অতএব, যখন উদ্ধার করা অর্থটি মৃতের বাড়ি থেকে চুরি বলে বিশ্বাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তখন অপরাধের স্থান থেকে চুরি বা ডাকাতির দাবির সমর্থনে রেকর্ডে কিছুই না থাকলে তা নির্ভরযোগ্য নয়।

৫.৫ সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আপিলকারী নম্বর ২-এর শার্টটি অপরাধস্থলে পাওয়া ছোট ভাঙা বোতামের সঙ্গে মিলেছে বলে অভিযোগ। অপরাধস্থলে আপিলকারীদের উপস্থিতিকে সমর্থন করার জন্য নীচের আদালত এটিকে অন্য একটি পরিস্থিতি হিসাবে নির্ভর করেছে। তবে, ইকোর্ডে এমন কিছু নেই যা দেখায় যে শার্টটি অনন্য এবং অন্য কোনও ব্যক্তির শার্টের সাথে মেলে না। পিডব্লিউ-১৩ তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছে যে একই ধরনের শার্ট সহজেই বাজারে পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে, এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায় না

যে শার্টগুলি অন্য সকলের অধিকার বহির্ভূতভাবে কেবলমাত্র 'আপিলকারীদের' শার্টের সাথে কোনোভাবে অনন্য। অতএব, কোনও অনন্য মেকের অভাবে শার্টের বিশ্লেষণের উপর নির্ভরতা রাখা, অনুপযুক্ত।

৬. শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য এবং বাড়িতে আপিলকারীদের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য পিডব্লিউ-৯-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে। পিডব্লিউ-৯ শুধুমাত্র একটি টেলিফোন কলের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি অভিযুক্তের নাম জানেন না। তিনি আপিলকারী-অভিযুক্তদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখেননি। অতএব, তার সাক্ষ্য আপিলকারীদের ঘটনাস্থলে স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট নয়।

৭.১ যে সর্বোত্তম প্রমাণ বিতর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতে পারত, তা গোপন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ 'এ'-কে পরীক্ষা করেনি এবং এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দর্শানো হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত সাক্ষীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিবেচনা করে, 'এ' ভোর ৩টার দিকে আপিলকারীদের বাড়িতে দেখতে পাওয়ার অবস্থানে ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি হতেন যিনি মৃত ব্যক্তিদের দেখতেন এবং ঘটনার পরের পরিস্থিতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেন। এটিও প্রাসঙ্গিক যে ঘটনার সময় বাড়িতে আরও তিনজন শিশু উপস্থিত ছিল। তাদেরও পরীক্ষা করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি।

৭.২ বিশেষজ্ঞ, যিনি ঘটনার জায়গায় নিবন্ধগুলি পরীক্ষা করেছিলেন এবং কিছু আঙুলের ছাপ পেয়েছিলেন, তাকে পরীক্ষা করা হয়নি। যে ব্যক্তি নমুনা আঙুলের ছাপ নিয়েছিলেন তাকে পরীক্ষা করা হয়নি। কেন আঙুলের ছাপগুলি তৈরি করার পরে নিবন্ধগুলি ঘটনাস্থলে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং কেন সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে একই দিনে বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়নি সে সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা নেই। এছাড়াও, ডাকাতির প্রমাণ দেওয়ার জন্য দরজায় বা স্টিলের ইমিরাতে কোনও ছাপ পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা বিশেষত যদি আবেদনকারীর অপরাধ সন্দেহ করার জন্য আঙুলের ছাপের প্রতিবেদনে রাখা হয় তবে তা গুরুত্বপূর্ণ। পিডব্লিউ-১২, বোতল বাজেয়াপ্ত করার পঞ্চ সাক্ষী, বলেছেন যে বোতলটি "উঠানের দরজার কাছে পড়ে ছিল এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।" এটি প্রিন্ট তোলার প্রক্রিয়াটিকে সন্দেহজনক করে তোলে।

৮. অপরাধস্থলে তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফরেনসিক প্রমাণ অপর্যাপ্ত। চুল বিশ্লেষণের ফলাফলগুলিও অমীমাংসিত। প্রতিবেদনটি কেবল মানুষের চুলের নমুনার উপসংহারে পৌঁছেছে। আবেদনকারীদের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়।

৯. রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে অপরাধটি করার উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি। কিছু নগদ টাকা এবং একজোড়া রুপোর পট্টি উদ্ধারের মাধ্যমে এটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে যা কোনও সাক্ষী সনাক্ত করতে পারেনি। সাইট প্ল্যান পঞ্চনামায় দেখা যায় যে স্বর্ণের অলঙ্কার, মুক্তোর নেকলেস, রূপার অলঙ্কার, ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির উপর রেখে যাওয়া হয়েছিল। এটি ব্যাখ্যা করা হয়নি যে কেন আবেদনকারীরা ডাকাতি করতে চাইবে কিন্তু দামি অলঙ্কার রেখে যাবে। এটি রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী অপরাধটি করার পুরো উদ্দেশ্যকে অপ্রমাণিত করেছে।

১০. রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ-৮-এর প্রমাণের উপর নির্ভর করে দেখিয়েছে যে অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগীদের শেষবার একসঙ্গে দেখা হয়েছিল। শেষবার একসঙ্গে দেখা পরিস্থিতি নিজেই অভিযুক্তদের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি তৈরি করতে পারে না। যদি কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকে যে ভুক্তভোগীদের মৃত্যুর ঠিক আগে বা অবিলম্বে, তাদের অভিযুক্তদের সাথে ঘটনার জায়গায় বা তার কাছাকাছি শেষবার দেখা হয়েছিল, তবে সন্দেহের সূঁচ অবশ্যই অভিযুক্তদের অপরাধী বলে নির্দেশ করবে এবং এটি ভুক্তভোগীদের উপর কথিত অপরাধের সাথে তাদের জড়িত করার অন্যতম শক্তিশালী কারণ বা পরিস্থিতি হবে। যাইহোক, যদি দৃষ্টিত প্রমাণ আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত না করে বা বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে কোনও প্রত্যয় থাকতে পারে না। একটি অপরাধমূলক পরিস্থিতি হিসাবে শেষ দেখা একসাথে ফ্যাক্টর গঠন করার জন্য, মৃতদেহ দেখার এবং পুনরুদ্ধারের সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকতে হবে।

অর্জুন মারিক এবং অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য ১৯৯৪ সম্পূরক (২) এসসিসি ৩৭২ : [১৯৯৪] ২ এসসিআর ২৬৫

কানহাইয়া লাল বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১৪) ৪ এসসিসি, ৭১৫ : [২০১৪] ৩ এসসিআর ৭৪৪ – নির্ভর করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯১] ২ এস সি আর ২৯৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৯৩] ৩ এস সি আর ৩৯০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০১৩] ৩ এস সি আর ৮৩০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[১৯৭৪] ১ এস সি আর ৭২২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[১৯৯৮] ১ সম্পূরক এস সি আর ৪০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০০০] ১ এস সি আর ৮৫৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০০২] ৩ এস সি আর ৭৫৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[২০১২] ৪ এস সি আর ৩৪২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
[১৯৯৪] ২ এস সি আর ২৬৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪১
[২০১৪] ৩ এস সি আর ৭৪৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নম্বর ৪২৮-৪৩০।

বিলাসপুরে ছত্তিসগড় হাইকোর্টের ২০১৪ সালের ফৌজদারি রেফারেন্স নং ৩, ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫৩৬ এবং ২০১৪ সালের ৫৩৭ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩-এর ৩০.০৪.২০১৫ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

এস. নাগামুথু, সিনিয়র আইনজীবী, হিমাংশু আগরওয়াল, মিসেস অঙ্কিতা এস., আয়ুষ রাজ সিং, বীরাপন পি. এবং মিসেস পিয়োলি,আইনজীবীরা আপিলকারীদের পক্ষে ।

অতুল ঝা, সন্দীপ ঝা এবং ধর্মেন্দ্র কুমার সিনহা, আইনজীবীরা, প্রতিপক্ষর পক্ষে।

আদালতের রায়টি প্রদান করেন

এস. আব্দুল নাজির, বিচারপতি। ১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. দিগম্বর বৈষ্ণব এবং গিরধারী বৈষ্ণব কর্তৃক দায়ের করা এই আপিলগুলি ছত্তিশগড় হাইকোর্টের বিলাসপুর কর্তৃক ৩০.০৪.২০১৫ তারিখে ফৌজদারি রেফারেন্স নং ৩ অফ ২০১৪-এ প্রদত্ত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যেখানে দায়রা জজ, বালোদাবাজার কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের রায় বহাল রাখা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা দায়ের করা ফৌজদারি আপিল নং ৫৩৬ অফ ২০১৪ এবং ৫৩৭ অফ ২০১৪ খারিজ করা হয়েছে, যেগুলি দায়রা জজের উপরোক্ত রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

৩. সংক্ষেপে রাষ্ট্রপক্ষের ঘটনা হল এই যে, বাদী বদ্রিদাস বৈষ্ণব খাপরিদিহ গ্রামে বাস করেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ভুবনেশ্বর ছিলেন তার ভাই। উভয়ে পৃথক মহল্লায় বাস করতেন। ভুবনেশ্বর দাসের শ্রী বাই এবং সুভদ্রা বাই নামে দুজন স্ত্রী ছিলেন। শ্রী বাইয়ের গর্ভে ভুবনেশ্বরের সাতটি কন্যা ছিল। সুভদ্রা বাইয়ের পাঁচটি

কন্যা এবং একটি পুত্র ছিল। ভুবনেশ্বর দাস দুই বছর আগে মারা যান। শ্রী বাই এবং সুভদ্রা ছাড়াও মালা, কোন্ডি, চাঁদনী, নন্দিনী, শারদা এবং পুত্র গোবিন্দ বাড়িতে বাস করত।

৪. ১৭.১২.২০১২ তারিখে, প্রায় ৪টের সময়, চাঁদনী পিডব্লিউ-১, বদ্রিদাসের বাড়িতে এসে তাকে জানায় যে শ্রী বাই, সুভদ্রা, কোন্ডি, আমেরিকা এবং মালা বাই উঠানে এবং একটি ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। অভিযোগকারী তার স্ত্রী শান্তি বাই এবং চাঁদনীকে নিয়ে অবিলম্বে ভুবনেশ্বরের বাড়িতে ছুটে যান এবং দেখেন যে আমেরিকা ও মালা বাই বারান্দায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন এবং শ্রী বাই, সুভদ্রা ও কোন্ডি ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। মৃতদের নাক ও মুখ থেকে রক্ত ঝরছিল এবং গলায় আঘাতের চিহ্ন ছিল।

৫. অভিযোগকারী গিধৌরি পুলিশ ফাঁড়িতে ঘটনার রিপোর্ট দায়ের করেন, যেখানে অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুসারে রিপোর্ট (প্রদর্শনী পি-৬) নথিভুক্ত করা হয়, যা বিলাইগড় থানায় ৪৩০/১২ নং অপরাধে এফআইআর হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ভদ্রা বাই, শ্রী বাই, কোন্ডি, মালা বাই এবং আমেরিকা বাইয়ের মৃত্যুর খবর বদ্রিদাস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য সাক্ষীদের তলব করা হয়েছিল। সাক্ষীদের উপস্থিতিতে মৃতদের পঞ্চনামা প্রস্তুত করা হয়েছিল। ডাক্তার সকল মৃতের ময়নাতদন্ত করার পর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দাখিল করেন। সকল মৃতের মৃত্যুর কারণ ছিল শ্বাসরোধের ফলে শ্বাসকষ্ট এবং মৃত্যুগুলি ছিল হত্যাকাণ্ড। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর, সকল মৃতের দেহ তাদের আত্মীয় বদ্রিদাসের কাছে দাহ করার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছিল।

৬. তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থলের মানচিত্র অঙ্কন করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গোল্ডেন গোয়া হুইস্কির (কাঁচের তৈরি) একটি বোতল এবং একটি প্লাস্টিকের টর্চ বাজেয়াপ্ত করে। মৃত কোন্ডির ডান হাতের আঙ্গুলের মধ্যে আটকে থাকা ছয়টি কালো চুলের গোছা, মৃতদেহের মাঝে পড়ে থাকা দুটি সাদা রঙের বোতাম, রক্তমাখা মাটি, সাধারণ মাটি এবং একটি উলের শালও ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ আপিলকারী নং ১ কর্তৃক পরিহিত একটি শার্টও বাজেয়াপ্ত করে। অভিযুক্ত দিগম্বর তার বক্তব্য অনুসারে একটি মেমোরান্ডাম স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়, যেখানে তিনি বলেন যে তিনি গিরধারীর বাড়িতে মোটরসাইকেল এবং তার বাড়িতে ৩০০০ টাকা ও একটি পায়ের খাড়ু (জোড়া পট্টি) রেখেছেন। দিগম্বর তার ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করে দেওয়ার পর ৩০০০ টাকা এবং খাড়ু বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত গিরধারীর মেমোরান্ডাম স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়, যেখানে তিনি বলেন যে তিনি তার বাড়িতে একটি ক্যারি ব্যাগে ২৬০০ টাকা এবং এক জোড়া পট্টি লুকিয়ে রেখেছেন।

অভিযুক্ত গিরধারী তার বাড়ির ভেতর থেকে একটি প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে রাখা নগদ টাকা ও এক জোড়া পট্টি বের করে দেন, যা বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত দিগম্বর কর্তৃক পরিহিত শার্ট খুলে বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অভিযুক্ত গিরধারীর কাছ থেকে দুটি বোতামবিহীন একটি সাদা রঙের শার্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযুক্ত দিগম্বর ও গিরধারীর মাথার চুল নেওয়ার জন্য সম্মতির পঞ্চনামা প্রস্তুত করা হয় এবং অভিযুক্তদের মাথার চুল বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা জিনিসপত্র ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়।

৭. ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা মদের বোতলে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করার জন্য আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। পুলিশ সদর দফতরের (ফিঙ্গার প্রিন্টস) রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল, যা অনুসারে গোল্ডেন গোয়া হুইস্কির বোতলে অভিযুক্ত দিগম্বরের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আপিলকারীদের শার্টের বোতাম এবং ঘটনার স্থান থেকে জব্দ করা বোতামগুলি সম্পর্কে এফএসএল রিপোর্টও পাওয়া গেছে যেখানে দুটি বোতাম এবং থ্রেড একই রকম বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. পুলিশ পিডব্লিউ-১, বদ্রিদাস, শীতল দাস, শ্রীমতী শান্তি বাই, কুমারী চাঁদনি, পিডব্লিউ-৮, অনিতা বাই এবং দান বাই, সোহানদাস, পিডব্লিউ-৯-এর বিবৃতি ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ১৬১ ধারার অধীনে রেকর্ড করেছে। তদন্ত শেষ হওয়ার পরে, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল, যিনি মামলাটি দায়রা আদালতে জমা দিয়েছিলেন।

৯. তাদের মামলা প্রমাণ করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ ১৪ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছিল। আপিলকারীদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১৩ ধারার অধীনেও পরীক্ষা করা হয়েছিল. যেখানে তারা আবেদন করেছিল যে তারা নির্দোষ এবং এই অপরাধে মিথ্যাভাবে জড়িত করা হয়েছে।

১০. দায়রা আদালত ১৪.০৫.২০১৪ তারিখের রায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে রাষ্ট্রপক্ষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে আপিলকারীরা মৃত ব্যক্তিদের বাড়িতে ডাকাতি করেছে এবং পাঁচজন মহিলাকেই খুন করেছে। আপিলকারীদের প্রত্যেককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারার সাথে ৩৪ ধারা পঠিত অপরাধের জন্য দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়, জরিমানা অনাদায়ে তাদের আরও এক মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সাথে ৩৪ ধারা পঠিত অপরাধের জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয় এবং আদেশ করা হয় যে তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

১১. ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬৬(১) ধারার অধীনে ডেথ রেফারেন্স নিশ্চিতকরণের জন্য হাইকোর্টে পাঠানো হয়েছিল। আপিলকারীরা হাইকোর্টে পৃথক আপিল দায়ের করেন। উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, হাইকোর্ট ৩০.০৪.২০১৫ তারিখের রায়ে দায়রা আদালতের রায় বহাল রাখে।

১২. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে শ্রী এস নাগামুথু, প্রবীণ আইনজীবী প্রধানত যুক্তি দেখিয়েছেন যে অপরাধের রিপোর্ট করতে একটি অব্যক্ত বিলম্ব হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, নীচের আদালতগুলি মূলত পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছে। পিডব্লিউ-৮ একজন শিশু সাক্ষী যিনি ঘটনার সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রকৃত ঘটনার সাক্ষী নন। তার সাক্ষ্যটি নিশ্চিত করা হয়নি। অতএব, তার অনুরোধে আবেদনকারীদের অপ্রমাণিত সনাক্তকরণের উপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ। এটি আরও যুক্তি দিয়েছিল যে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে উদ্ধারের প্রমাণও অবিশ্বস্ত। মোটরসাইকেল উদ্ধারের বিষয়টিও অবিশ্বস্ত এবং যে জিনিসগুলি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত নয়। পিডব্লিউ-৯-এর সাক্ষ্যটি গুজব এবং রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা নির্ভর করা যায় না। এমনকি আঙুলের ছাপের রিপোর্টটিও বাদ দেওয়া যায় না। অবশেষে, তিনি জমা দেন যে শেষবার দেখা প্রমাণ অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য অপর্যাপ্ত।

১৩. অন্যদিকে, প্রতিপক্ষর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অতুল ঝা নীচের আদালতের রায়কে সমর্থন করেছেন। তিনি আপিলগুলি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

১৪. আমরা বারে করা বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং রেকর্ডে রাখা উপকরণগুলি পর্যালোচনা করেছি।

১৫. ফৌজদারি আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতিগুলির মধ্যে একটি হল, নিঃসন্দেহে প্রমাণের বোঝা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপক্ষের উপর নির্ভর করে এবং সাধারণ বোঝা কখনই পরিবর্তিত হয় না। অনুমান, অনুমান বা সন্দেহের ভিত্তিতে কোনও প্রত্যয় হতে পারে না, তা যতই গুরুতর হোক না কেন। দৃঢ় সন্দেহ, দৃঢ় কাকতালীয় ঘটনা এবং গুরুতর সন্দেহ আইনি প্রমাণের স্থান নিতে পারে না। অভিযুক্তকে প্ররোচিত করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী সন্দেহ এবং অত্যন্ত সন্দেহজনক কারণগুলির অস্তিত্ব উল্লেখ করে রাষ্ট্রপক্ষের দায়িত্ব অব্যাহতি দেওয়া যায় না বা প্রতিরক্ষার মিথ্যা প্রমাণের স্থান নিতে পারে না যা রাষ্ট্রপক্ষকে সফল হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যদিও প্রতিরক্ষা দ্বারা একটি মিথ্যা আবেদন সর্বোপরি, একটি অতিরিক্ত পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচিত হবে, যদি অন্যান্য পরিস্থিতি অযৌক্তিকভাবে দোষীকে নির্দেশ করে।

১৬. এই আদালত জহরলাল দাস বনাম ওড়িশা রাজ্য, (১৯৯১) ৩ এসসিসি ২৭ মামলায় রায় দিয়েছে যে অপরাধ যতই জঘন্য হোক না কেন, আইনি প্রমাণের ক্ষেত্রে অপরাধের গুরুত্ব একা প্রাধান্য পেতে পারে না। যে মামলাগুলি সম্পূর্ণরূপে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, সেখানে সর্বদা এই বিপদ থাকে যে অনুমান বা সন্দেহ আইনি প্রমাণের স্থান নিতে পারে। আদালতকে সতর্ক থাকতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে অনুমান এবং সন্দেহ যেন আইনি প্রমাণের স্থান না নেয়।

আদালতকে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে সাক্ষ্যপ্রমাণের শৃঙ্খলে বিভিন্ন পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ শৃঙ্খলটি এমন হতে হবে যা অভিযুক্তের নির্দোষতার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনাকে বাদ দেয়। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে:

(i) যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধের অনুমান করার চেষ্টা করা হয়, তা অবশ্যই যথাযথভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে;

(ii) সেই পরিস্থিতিগুলি অভিযুক্তের অপরাধের দিকে নির্দেশ করে একটি নির্দিষ্ট প্রবণতার হতে হবে; এবং

(iii) সম্মিলিতভাবে নেওয়া পরিস্থিতিগুলি এমন একটি শৃঙ্খল তৈরি করতে হবে যাতে এই সিদ্ধান্ত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না যে সমস্ত মানব সম্ভাবনার মধ্যে অপরাধ অভিযুক্ত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল এবং অন্য কেউ নয়, এবং অভিযুক্তের অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও অনুমানের উপর ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হওয়া উচিত।

১৭. ভার্কি জোসেফ বনাম কেরল রাজ্য, ১৯৯৩ সম্পূরক (৩) এসসিসি ৭৪৫ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে সন্দেহ প্রমাণের বিকল্প নয়। 'সত্য হতে পারে' এবং 'অবশ্যই সত্য হতে হবে'-এর মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব রয়েছে এবং রাষ্ট্রপক্ষকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে তার মামলা প্রমাণ করার জন্য পুরো পথ অতিক্রম করতে হবে।

১৮. সুজিত বিশ্বাস বনাম আসাম রাজ্য, (২০১৩) ১২ এসসিসি ৪০৬ মামলায়, এই আদালত 'যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ' এবং 'সন্দেহ'-এর মধ্যে পার্থক্য পরীক্ষা করার সময় নিম্নোক্ত রায় দিয়েছে:

"১৩. সন্দেহ, যতই গুরুতর হোক না কেন, প্রমাণের স্থান নিতে পারে না, এবং 'প্রমাণিত হতে পারে' এবং 'প্রমাণিত হবে'-এর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ফৌজদারি বিচারে, সন্দেহ যতই জোরালো হোক না কেন, তা প্রমাণের স্থান নিতে পারে না এবং নেওয়া উচিতও নয়। এর কারণ হল 'হতে পারে' এবং 'অবশ্যই হবে'-এর মধ্যে মানসিক দূরত্ব অনেক বেশি, এবং এটি অস্পষ্ট অনুমানকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক করে। ফৌজদারি মামলায়, আদালতের দায়িত্ব হল নিশ্চিত করা যে কেবল অনুমান বা সন্দেহ যেন আইনি প্রমাণের স্থান না নেয়। 'সত্য হতে পারে' এবং 'অবশ্যই সত্য হতে হবে'-এর মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত স্পষ্ট, সুসংগত এবং অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে, অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে, এবং মৌলিক এবং স্বর্ণালী নিয়ম অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। এই ধরনের মামলায়, 'সত্য হতে পারে' এবং 'অবশ্যই সত্য হতে হবে'-এর মধ্যে দূরত্ব মনে রেখে, আদালতকে অবশ্যই কেবল অনুমান এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, যা

মামলার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং রেকর্ডভুক্ত প্রমাণের গুণমান ও বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পূর্ণ এবং ব্যাপক মূল্যায়নের ভিত্তিতে, নিরাসক্ত বিচারিক পর্যালোচনার মাপকাঠিতে পৌঁছাতে হবে। আদালতকে নিশ্চিত করতে হবে যে ন্যায়বিচারের ব্যত্যয় এড়ানো হয়েছে, এবং যদি কোনো মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি তেমন দাবি করে, তবে অভিযুক্তকে সন্দেহের সুবিধা দিতে হবে, এই কথা মনে রেখে যে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ কোনো কাল্পনিক, তুচ্ছ বা কেবল সম্ভাব্য সন্দেহ নয়, বরং যুক্তি এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে একটি ন্যায্য সন্দেহ।"

১৯. এটিও সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, ফৌজদারি মামলায়, যদি প্রমাণের ভিত্তিতে দুটি মতামত সম্ভব হয়, একটি অভিযুক্তের অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক এবং অন্যটি তার নির্দোষতার জন্য, তবে যে দৃষ্টিভঙ্গি অভিযুক্তের পক্ষে অনুকূল, তা গ্রহণ করা উচিত। এই নীতির একটি বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এমন ক্ষেত্রে যেখানে অভিযুক্তের অপরাধ পরিস্থিতিগত প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় [দেখুন কালী রাম বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য, (১৯৭৩) ২ এস. সি. সি ৮০৮]।

২০. এই নীতিগুলি মাথায় রেখে, আমরা এখন পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার যুক্তিগুলি বিবেচনা করব। অভিযুক্তরা অপরাধটি করেছে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, রাষ্ট্রপক্ষ (i) শিশু সাক্ষী কুমারী চাঁদনির (পিডব্লিউ ৮) সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছে; (ii) সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে; (iii) আঙুলের ছাপ

'ইপোর্ট; (iv) এফএসএল রিপোর্ট; (v) ডাকাতি করার উদ্দেশ্য; এবং (vi) শেষবার একসঙ্গে দেখা প্রমাণ।

২১. রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি মূলত শিশু সাক্ষী চাঁদনির সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, যাকে পিডব্লিউ-৮ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারা ব্যক্তিদের সাক্ষ্য দেওয়ার সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে যার মধ্যে একটি শিশু সাক্ষীও অন্তর্ভুক্ত। শিশু সাক্ষীর প্রমাণ এবং এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করতে পারে। অনুশীলনের কোনও নিয়ম নেই যে প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও শিশু সাক্ষীর প্রমাণকে দোষী সাব্যস্ত করার অনুমতি দেওয়ার আগে অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে তবে বিচক্ষণতা হিসাবে আদালত সর্বদা রেকর্ডে রাখা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে এই জাতীয় প্রমাণের সমর্থন চাইতে পছন্দ করে। শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়ন করার সময় আদালতকে কেবলমাত্র যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা হল সাক্ষীকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

২২. এএই আদালত ধারাবাহিকভাবে রায় দিয়েছে যে শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য সাবধানে মূল্যায়ন করতে হবে কারণ শিশু অন্যের কথায় প্রভাবিত হতে পারে এবং সে সহজেই শেখানো-পড়ানো শিকার হতে পারে। অতএব, শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করার আগে পর্যাপ্ত সমর্থন থাকতে হবে। এটি আইনের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের নিয়ম বেশি। [দেখুন পাঞ্চি এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য, (১৯৯৮) ৭ এসসিসি ১৭৭, উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম অশোক দীক্ষিত এবং অন্য, (২০০০) ৩ এসসিসি ৭০, এবং রাজস্থান রাজ্য বনাম ওম প্রকাশ, (২০০২) ৫ এসসিসি ৭৪৫]।

২৩. আলাগুপান্ডি ওরফে আলাগুপান্ডিয়ান বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য, (২০১২) ১০ এসসিসি ৪৫১ মামলায়, এই আদালত শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের আগে যথেষ্ট সমর্থনের সাথে সাবধানে তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। এতে রায় দেওয়া হয়েছে যে:

৩৬. এটি আইনের একটি স্থিরীকৃত নীতি যে একজন শিশু সাক্ষী একজন 'যোগ্য সাক্ষী' হতে পারে যদি এই ধরনের সাক্ষীর বিবৃতি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রপক্ষ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আদালত নিরাপদে একটি শিশু সাক্ষীর বক্তব্যের উপর নির্ভর করতে পারে এবং এটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভিত্তিও তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, একটি শিশু সাক্ষীর প্রমাণ এবং তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিটি মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়ন করার সময় আদালতের একমাত্র যে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা হল সাক্ষীকে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং তার আচরণ অবশ্যই অন্য কোনও যোগ্য সাক্ষীর মতো হতে হবে এবং তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এমন কোনও নিয়ম বা অনুশীলন নেই যে প্রতিটি ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে এই জাতীয় সাক্ষীর প্রমাণকে অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা যেতে পারে তবে বিচক্ষণতার নিয়ম হিসাবে আদালত সর্বদা রেকর্ডে রাখা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে এই জাতীয় প্রমাণের সমর্থন চাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে, উপরন্তু, এটি আইন নয় যে 'কোনও সাক্ষী যদি শিশু হয় তবে তার প্রমাণ প্রত্যাখ্যান করা হবে, যদিও এটি নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়।

২৪. পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯ বছর। তাঁর প্রমাণ অসঙ্গতিতে ভরা। অন্য কোনও সাক্ষী আপিলকারীদের চিহ্নিত করেননি। অতএব, পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্যের উপর ভারী নির্ভরতা রাখা হয়েছিল। তিনি পিডব্লিউ-১, বদ্রিদাসকে প্রথমবার ঘটনাটি প্রকাশ করার সময় আপিলকারীদের সম্পর্কে বলেননি।এটি অজ্ঞাত, ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর থেকে প্রতিফলিত হয়। এই পরিস্থিতিতে, পিডব্লিউ-৮-এর অ-সমর্থিত শনাক্তকরণের উপর নির্ভর করা ঝুঁকিপূর্ণ,

যিনি পিডব্লিউ-১ বদ্রিদাসের কাছে প্রথমবারেই আপিলকারীদের সম্পর্কে কিছু জানাননি।

২৫. শান্তি বাই, পিডব্লিউ-৩, পিডব্লিউ-১-এর স্ত্রী বলেছেন যে পিডব্লিউ-৮ তাকে জানিয়েছিল যে তার মা কাজে গিয়েছেন। এটি এই সত্যের সাথে সরাসরি বৈপরীত্য যে রাষ্ট্রপক্ষের গল্প অনুসারে, তিনি মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। চাঁদনী নিজেই বলেছেন যে সকালে, তিনি তার নানীকে মৃত অবস্থায় দেখেছিলেন। আরও, এফআইআরে বদ্রীদাসকে বলা হয়েছে যে চাঁদনী তাকে বলেছিল যে সুভদ্রা বাই তার ঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

২৬. পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্যও পিডব্লিউ-১০-এর সাক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। পিডব্লিউ-১০-এ বলা হয়েছে যে তিনি এবং অনিতা ভোর ৩টায় মৃতের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ এবং শিশুদেরও দেখেছিলেন। তবে, পিডব্লিউ-৮-এ বলা হয়েছে যে তিনি সকাল ৭টায় উঠেছিলেন এবং তেকরামের (অনিতা) স্ত্রী দরজা খুলেছিলেন।

২৭. পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্যও পিডব্লিউ-১, বদ্রিদাস-এর সাক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। পিডব্লিউ-১-এর মতে, তাঁকে ঘটনাটি সম্পর্কে জানানো হয়েছিল মাত্র ২টা থেকে ২টা ৩০ মিনিটে। তবে, পিডব্লিউ-৮-এ বলা হয়েছে যে, "এটা বলা ঠিক যে সকালে আমি বদ্রিদাসকে বলেছিলাম যে কে তাদের অসুস্থ করেছে। আমি তাদের চিনতাম না।"

২৮. এই পর্যায়ে, এটা লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে অপরাধের রিপোর্ট করতে একটি অব্যক্ত বিলম্ব হয়েছিল, যেমনটি আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে ঝুঁকে থাকা প্রবীণ আইনজীবী সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন। পিডব্লিউ-৮ তার জবানবন্দিতে বলেছে যে যখন সে সকালে ঘুম থেকে ওঠে তখন তার ঘরটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ ছিল। যখন সে ভিতর থেকে চিৎকার করে বলে, তখন তেকরামের (অনিতা) স্ত্রী দরজা খুলে দেয়। এই সংস্করণটি পিডব্লিউ-১০, দান বাই দ্বারা আরও নিশ্চিত করা হয়েছে, যিনি বলেছেন যে সোমবার সকাল প্রায় ৩ টার দিকে অনিতা বাইরে থেকে তাদের বাড়ির দরজা খুলেছিল। শিশুরা ঘরের ভিতরে ছিল। অম্বিকা বাই, কোণ্ডি, সুভদ্রা বাই এবং শ্রী বাই মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। যদিও অনিতা সকাল ৩টার দিকে দরজা খুলেছিল, কিন্তু কেন পিডব্লিউ-৮ আইডি বিকেল ৪টা পর্যন্ত কাউকে জানায়নি এবং পিডব্লিউ-১০ ও কেন তা জানায়নি, যদিও থানাটি প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে ছিল। এটি পিডব্লিউ-৮, চাঁদনির বক্তব্যের সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

২৯. দ্বিতীয় যে পরিস্থিতির উপর রাষ্ট্রপক্ষ নির্ভর করে, তা হল পুনরুদ্ধারের প্রমাণ। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে, প্রতিটি তথ্যের আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য নয়, বরং প্রাসঙ্গিক তথ্যের আবিষ্কারই কেবল গ্রহণযোগ্য। প্রাসঙ্গিকতা অপরাধের সাথে আবিষ্কৃত তথ্যের সংযোগ বা যোগসূত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটরসাইকেলের পুনরুদ্ধারের উপর পরিস্থিতি হিসাবে নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়। মোটরসাইকেল উদ্ধারকে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে একটি পরিস্থিতি

হিসাবে নির্ভর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। রেকর্ডপত্রে এমন কিছুই নেই যা দেখায় যে আপিলকারী নং ১-এর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলটি তার। পিডব্লিউ-১৩, তদন্তকারী কর্মকর্তা, তার জেরা-তে স্বীকার করেছেন যে তিনি জানেন না আপিলকারী নং ১ মোটরসাইকেলের মালিক কিনা। তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে তিনি গাড়ির মালিক সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার কোনো চেষ্টা করেননি।

৩০. পিডব্লিউ-৪ এবং পিডব্লিউ-৫-এর সাক্ষ্যও অবিশ্বস্ত কারণ এটি পিডব্লিউ-১০-এর সাক্ষ্যের সাথে পরস্পরবিরোধী। পিডব্লিউ-১০-এর মতে, তিনি এবং অনিতা ভোর ৩টায় মৃতদেহগুলি দেখেছিলেন। তিনি হামলাকারীদের দেখেননি এবং মোটরসাইকেল সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেননি। সুতরাং, মৃতদের হামলাকারীদের বাড়িতে থাকার কোনো কারণ নেই এবং সেইজন্য বিকেল ৪টায় মোটরসাইকেলটি মৃতদের বাড়ির বাইরে থাকার কথা নয়। পিডব্লিউ-৪ এবং পিডব্লিউ-৫ একে অপরের সাথে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। পিডব্লিউ-৪ যেখানে বলেছেন যে মোটরসাইকেলটি বাজাজ কোম্পানির ছিল, পিডব্লিউ-৫ এটিকে হিরো হোন্ডা কোম্পানির মোটরসাইকেল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পিডব্লিউ-৫ তার প্রধান পরীক্ষায় বলেছেন যে তিনি ট্র্যাক্টর যাওয়ার জন্য মোটরসাইকেলটি সরিয়েছিলেন। তবে, তার জেরা-তে তিনি বলেছেন যে তিনি মোটরসাইকেলটি সরাননি এবং পিডব্লিউ-৪ এটি সরিয়েছিলেন। পিডব্লিউ-৫ এমনকি সেই দিন বা মাসের কথাও বলেননি যখন তিনি মোটরসাইকেলটি দেখেছিলেন।

৩১. মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করার সাক্ষী ছিলেন পিডব্লিউ-২। তার মতে, মোটরসাইকেলটি লাল রঙের ছিল। তবে, বাজেয়াপ্তকরণের মেমো অনুসারে, উদ্ধার হওয়া মোটরসাইকেলটি কালো রঙের ছিল। এটি মোটরসাইকেল উদ্ধারের বিষয়টি অবিশ্বস্ত করে তোলে। এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে পুলিশ পিডব্লিউ-৪ এবং পিডব্লিউ-৫-এর জবানবন্দি দুই মাসেরও বেশি বিলম্বের পর রেকর্ড করে।

৩২. উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, আপিলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া রুপোর পট্টিটি মৃত শ্রী বাইয়ের বলে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে, কোনো সাক্ষী রুপোর পট্টিটিকে কোনো মৃতের বলে শনাক্ত করেননি। পিডব্লিউ-২ বলেছেন যে "যে ধরনের পায়ের খাড়ু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে" তা বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। সুতরাং, বাজেয়াপ্ত করা খাড়ুটির কোনো শনাক্তকরণ না থাকায়, এর উদ্ধারের উপর নির্ভর করা যায় না। রাজেশ বৈষ্ণব, পিডব্লিউ-২-এর সাক্ষ্য, যিনি বাজেয়াপ্তকরণের মেমোর সাক্ষী, রেকর্ডভুক্ত মেমোগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাক্ষী সাক্ষ্য দেন যে অভিযুক্তদের জবানবন্দি তিনবার রেকর্ড করা হয়েছিল, অর্থাৎ গিধৌরি চৌক, খাপরিদিহ এবং বারভাটাতে। উপরন্তু, তিনি বলেন যে আপিলকারী নং ২-এর কাছ থেকে বাজেয়াপ্তকরণ খাররি গ্রামে এবং পদ্ধতির মেমোরান্ডাম স্টেশনে হয়েছিল। এটি বাজেয়াপ্তকরণের মেমোর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক, যেখানে বলা হয়েছে যে বাজেয়াপ্তকরণ বারভাটাতে হয়েছে।

৩৩. যে বাক্স থেকে জিনিসপত্র চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে সেই বাক্সটি উদ্ধার করা হয়নি বা কোনও সাক্ষী তা দেখেনি। এমনকি এফআইআরেও কোনও জিনিস বা অর্থ চুরি বা হারিয়ে যাওয়ার কোনও প্রমাণ নেই। অতএব, যখন উদ্ধার করা অর্থটি মৃতের বাড়ি থেকে চুরি বলে বিশ্বাস করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তখন অপরাধের স্থান থেকে চুরি বা ডাকাতির দাবির সমর্থনে রেকর্ডে কিছুই না থাকলে তা নির্ভরযোগ্য নয়।

৩৪. চাঁদনী, পিডব্লিউ-৮ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে টেকরামের স্ত্রী (শ্রীমতী অনিতা) ভোর ৩টায় দরজা খুলেছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষ তাকে পরীক্ষা করেনি এবং এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কোনো কারণ দর্শানো হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত সাক্ষীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিবেচনা করে, অনিতা ভোর ৩টার দিকে আপিলকারীদের বাড়িতে দেখতে পাওয়ার অবস্থানে ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি হতেন যিনি মৃত ব্যক্তিদের দেখতেন এবং ঘটনার পরের পরিস্থিতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেন। এটিও প্রাসঙ্গিক যে ঘটনার সময় বাড়িতে আরও তিনজন শিশু উপস্থিত ছিল। তাদেরও পরীক্ষা করার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। সুতরাং, যে সর্বোত্তম প্রমাণ বিতর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতে পারত, তা গোপন করা হয়েছে।

৩৫. সোহনদাস, পিডব্লিউ-৯-এর উপর চাঁদনী, শিশু সাক্ষীর সাক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য নির্ভর করা হয়েছে। বাড়িতে আপিলকারীদের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য তার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা হয়েছে। সোহনদাস শুধুমাত্র আমেরিকা বাইয়ের কাছ থেকে একটি টেলিফোন কলের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে দিগম্বর কোল্ডিকে দেখতে এসেছে। পিডব্লিউ-৯ ঘিরধারীর নাম জানেন না। তিনি আপিলকারী নং ১-এর সাথে থাকা একটি ছেলের কথা উল্লেখ করেছেন, যা পরিচিতি প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি আপিলকারীদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখেননি। অতএব, তার সাক্ষ্য আপিলকারীদের ঘটনাস্থলে স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট নয়।

৩৬. ঘটনাস্থলে জিনিসপত্র পরীক্ষা করে কিছু আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া বিশেষজ্ঞকে পরীক্ষা করা হয়নি। যিনি নমুনার আঙ্গুলের ছাপ নিয়েছেন তাকেও পরীক্ষা করা হয়নি। আঙ্গুলের ছাপ ১৭.১২.২০১২ তারিখে তোলা হয়েছিল যেখানে জিনিসপত্র ১৮.১২.২০১২ তারিখে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আঙ্গুলের ছাপ তোলার পর কেন জিনিসপত্র ঘটনাস্থলে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং কেন সেগুলি একই দিনে বাজেয়াপ্ত করে বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হয়নি তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। উপরন্তু, ডাকাতি প্রমাণ করার জন্য দরজা বা স্টিলের আলমারিতে কোনো ছাপ পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যদি আপিলকারীর দোষ সন্দেহ করার জন্য আঙ্গুলের ছাপের রিপোর্টের উপর নির্ভর করা হয়। পিডব্লিউ-১২, বোতল বাজেয়াপ্ত করার পঞ্চ সাক্ষী, বলেছেন যে বোতলটি "উঠানের দরজার কাছে পড়ে ছিল এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।" এটি প্রিন্ট তোলার প্রক্রিয়াটিকে সন্দেহজনক করে তোলে।

৩৭. সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া আপিলকারী নং ২-এর শার্টটি অপরাধস্থলে পাওয়া ছোট ভাঙা বোতামের সাথে মিলেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অপরাধস্থলে আপিলকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য নীচের আদালত এটিকে অন্য পরিস্থিতি হিসাবে নির্ভর করেছে। তবে, এমন কোনও নথি নেই যা দেখায় যে শার্টটি অনন্য এবং অন্য কোনও ব্যক্তির শার্টের সাথে মেলে না। পিডব্লিউ-১৩ তার সাক্ষ্যে স্বীকার করেছে যে একই ধরনের শার্ট সহজেই বাজারে পাওয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে, এটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যায় না যে শার্টগুলি অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে কোনওভাবেই 'আপিলকারী' শার্টের জন্য অনন্য। অতএব, শার্টের কোনও অনন্য গঠনের অভাবে বিশ্লেষণের সাথে রাখা নির্ভরতা অনুপযুক্ত।

৩৮. অপরাধস্থলে তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফরেনসিক প্রমাণ অপর্যাপ্ত, চুল বিশ্লেষণের ফলাফলগুলিও অমীমাংসিত। প্রতিবেদনটি কেবল মানুষের চুলের নমুনার উপসংহারে পৌঁছেছে। আবেদনকারীদের উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়।

৩৯. রাষ্ট্রপক্ষ অভিযোগ করেছে যে অপরাধটি করার উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতি। কিছু নগদ টাকা এবং একজোড়া রুপোর পট্টি উদ্ধারের মাধ্যমে এটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে যা কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা চিহ্নিত করা যায়নি। সাইট প্ল্যান পঞ্চনামায় দেখা যায় যে স্বর্ণের অলঙ্কার, নাশপাতির হার, রূপার অলঙ্কার ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল। এটি ব্যাখ্যা করা হয়নি যে কেন আবেদনকারীরা ডাকাতি করতে চাইবেন কিন্তু দামি জিনিসপত্র রেখে যাবেন। ডাকাতির পুরো উদ্দেশ্যটি অস্বীকার করা হয় যদি এই তথ্যগুলি বিবেচনা করা হয় কারণ এটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় যে ডাকাতি করার অভিপ্রায় থাকা ব্যক্তিরা মৃত ব্যক্তির মূল্যবান অলঙ্কার ছাড়াই চলে যাবেন। রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী, এটি অপরাধটি করার পুরো উদ্দেশ্যকে অপ্রমাণিত করেছে।

৪০. রাষ্ট্রপক্ষ পিডব্লিউ-৮-এর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছে অভিযুক্ত এবং ভিকটিমদের একসাথে শেষ দেখা যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে একসাথে শেষ দেখার পরিস্থিতি একা অভিযুক্তকে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তি তৈরি করতে পারে না। যদি এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকে যে ভিকটিমদের মৃত্যুর ঠিক আগে বা অবিলম্বে আগে, তাদের অভিযুক্তের সাথে ঘটনাস্থলে বা তার কাছাকাছি শেষ দেখা গিয়েছিল, তবে সন্দেহের তীর অবশ্যই অভিযুক্তদের দিকে নির্দেশ করবে এবং এটি অভিযুক্তদের উপর কথিত অপরাধের সাথে জড়িত শক্তিশালী কারণ বা পরিস্থিতির মধ্যে একটি হবে।

যাইহোক, যদি শেষ দেখা প্রমাণ আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত না করে বা বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তবে কোনও প্রত্যয় হতে পারে না। একটি অপরাধমূলক পরিস্থিতি হিসাবে শেষ দেখা একসাথে ফ্যাক্টর গঠন করতে, মৃতদেহ দেখার সময় এবং পুনরুদ্ধারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকতে হবে।

৪. অর্জুন মারিক ও অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য, ১৯৯৪ সম্পূরক (২) এস. সি. সি ৩৭২-এ, এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ

৩১. এইভাবে যে প্রমাণ যে আবেদনকারী ১৯-৭-১৯৮৫-এর সন্ধ্যায় সীতারামের কাছে গিয়েছিলেন এবং রাতে মৃত সীতারামের বাড়িতে বলেছিলেন তা অত্যন্ত অস্থির এবং অমীমাংসিত। এমনকি যদি এটি গৃহীত হয় যে তারা সেখানে ছিল তবে এটি আবেদনকারীদের মৃত ব্যক্তির সাথে শেষবার দেখা যাওয়ার প্রমাণ হবে। তবে এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে শেষবার দেখা একমাত্র পরিস্থিতি এই সিদ্ধান্তটি রেকর্ড করার জন্য পরিস্থিতির শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণ করবে না যে এটি কেবল অভিযুক্তের অপরাধের অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাই কেবল সেই ভিত্তিতে কোনও দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

৪২. কানহাইয়া লাল বনাম রাজস্থান রাজ্য, (২০১৪) ৪ এস. সি. সি, ৭১৫ মামলায়, একটি আদালত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে শেষবার একসঙ্গে দেখা গেলে তা নিজেই এই অনুমানের দিকে পরিচালিত করে না যে অভিযুক্তই এই অপরাধ করেছিল। এটি এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়ঃ

১২. শেষবার একসঙ্গে দেখা যাওয়ার পরিস্থিতি নিজে থেকে এই সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করে না যে, অভিযুক্তই অপরাধটি করেছে। অভিযুক্ত এবং অপরাধের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য অবশ্যই আরও কিছু থাকতে হবে। আমাদের বিবেচিত মতে, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কেবল ব্যাখ্যা না দেওয়া আপিলকারীর বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণের দিকে পরিচালিত করতে পারে না।

৪৩. পিডব্লিউ-৮ তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে অভিযুক্তরা একদিন আগে রাতে এসেছিল, এবং পরের দিন আমেরিকা, মালা, বড়ি আম্মা, আম্মা এবং কোল্ডি দিদি মারা গিয়েছিলেন। তিনি একজন শিশু সাক্ষী। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে তিনি ঘটনাটি দেখেননি। পিডব্লিউ-১ তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে পিডব্লিউ-৮ দুপুর ২টা থেকে ২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে তার বাড়িতে এসেছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর খবর জানিয়েছিলেন। পিডব্লিউ-৮ পিডব্লিউ-১-এর কাছে আপিলকারীদের পরিচয় প্রকাশ করেননি। সেই কারণেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। আমরা তার সাক্ষ্যের অসঙ্গতিগুলিও লক্ষ্য করেছি, সেই দিনের বাড়িতে উপস্থিত অন্যান্য শিশুদের পরীক্ষা না করার বিষয়টি বাদ দিয়ে। পিডব্লিউ-৮ ১৬.১২.২০১২ তারিখে মৃত এবং

আপিলকারীদের একসাথে দেখার সময় এবং ১৭.১২.২০১২ তারিখে মৃতদেহগুলি পাওয়ার সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, এটি অনুমান করা কঠিন যে আপিলকারীরা অপরাধ করেছে।

৪৪. উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, আপিলগুলি সফল হয় এবং মঞ্জুর করা হয়। বিলাসপুরের ছত্তিশগড় হাইকোর্ট কর্তৃক ২০১৪ সালের ফৌজদারি রেফারেন্স নং ৩ এবং ২০১৪ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫৩৬ এবং ২০১৪ সালের ৫৩৭-এ ৩০.০৪.২০১৫ তারিখে প্রদত্ত রায় এবং আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। ২০১৪ সালের ৫ নং দায়রা মামলায় ছত্তিশগড়ের বালোদা বাজারের দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ১৪.০৫.২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশও বাতিল করা হল। আপিলকারী/অভিযুক্তদের এতদ্বারা তাদের বিচার করা অপরাধ থেকে খালাস দেওয়া হল এবং অন্য কোনও মামলা/মামলায় প্রয়োজন না হলে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen